দৈনিক
জনকণ্ঠ

অনুমোদনহীন বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আজও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি

মোশতাক আহমেদ

কালো তালিকাভুক্ত অনুমোদনহীন দেশের অর্ধশতাধিক বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত রিপোর্টে কালো তালিকাভুক্ত হয়েও তারা শিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা বাণিজ্য করে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু অসাধু কর্মকর্তার কারণেই এসব অবৈধ প্রতিষ্ঠান পার পেয়ে যাচ্ছে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারেই এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। মঞ্জুরি কমিশনের প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুমোদন না করায় কমিশনও এ ব্যাপারে কোন

শিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য করে যাচ্ছে, মূলত সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান!

ব্যবস্থা নিতে পারছে না বলে কমিশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বিদায়ী সরকারের আমল থেকেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব প্রতিষ্ঠানকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার কঠোর নির্দেশ দিলেও তাও কার্যকর হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের ভাষায়, এসব প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান ছাড়া কিছুই না। তাই এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার।

সূত্র মতে, বেশ কয়েক বছর ধরেই উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের শাখা-প্রশাখা সরকারের বিনা অনুমতিতে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি বিভাগীয় শহরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগেরই কোন মান নেই, অনুমোদন নেই। নানা ধরনের চটকদার বিজ্ঞাপনে আকর্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট পেলেও শিক্ষা থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। তাছাড়া যে কোন দেশের নিয়ম অনুযায়ী বাইরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম চালাতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি নিতে হয়; দিতে হয় নির্ধারিত ট্যাক্স। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন রকম নিয়মনীতি ছাড়াই কেবল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে আসছে। আর শিক্ষার্থীরাও কেবল নামের ওপরই ভর্তি হচ্ছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এতে করে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তারা হচ্ছে রীতিমত প্রতারিত। রাজধানীতে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামসর্বস্ব সাইনবোর্ড।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তদন্ত করে এ জাতীয় অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও সেই সরকার কোন ব্যবস্থা না নিয়েই বিদায় নেয়। অথচ তারাই মুখে মুখে বড় বড় কথা বলে যায়।

জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই ঢাকায় অবস্থিত। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার নাম ভাঙ্গিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে। আইন, বিবিএ-এমবিএ এবং কম্পিউটার সায়েন্সসহ নতুন নতুন বিষয় পড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। কার্যত পড়ার কিছুই হচ্ছে না এসব প্রতিষ্ঠানে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার অনুযায়ী কালো তালিকাভুক্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথা হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু অসাধু কর্মকর্তার কারণেই কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জোর অভিযোগ উঠেছে। এসব অসাধু কর্মকর্তারা মোটা অঙ্কের টাকাও হাতিয়ে নিচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এদের বিরুদ্ধে কিভাবে ব্যবস্থা নেয়া যায় সেজন্য একটি নীতিমালা তৈরি করে অনেক আগেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিলেও মন্ত্রণালয়ই অদৃশ্য কারণে নীতিমালা অনুমোদন না করায় কমিশনও আলাদা করে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

মঞ্জুরি কমিশনের এক কর্তাব্যক্তি জানান, নীতিমালার অভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না। তাঁর ভাষায়, শিক্ষা নিয়ে এ রকম বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া সহজ বলে সংশ্লিষ্ট অনেকের মন্তব্য।

মাগুরা, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর অঞ্চলের ওপর দিয়ে। ভয়ঙ্কর শৈত্যপ্রবাহের কবলে দেশের জনজীবন জবুথবু-পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। কনকনে হিম হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপে চরাঞ্চলের মানুষ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত, প্রায় অচল। প্রবল শীতে নাকাল নিম্নশ্রেণীর মানুষ প্রাণ বাঁচাতে দিশেহারা হয়ে পড়ে। শীতকাবু গ্রামগুলোতে চরম দুর্দশায় প্রহর গুনে অসহায় মানুষ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও কনকনে শীতে জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন কাজ-কর্মে প্রায় অচলাবস্থা নেমে আসে। অনেক স্থানেই দিনের বেলায় ঘন কুয়াশার চাদরে সূর্যের দেখা মেলেনি। ফলে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ফেরি চলাচল বিঘ্নিত হয়।

শীতের ভয়াবহ দুর্যোগে ঘরে ঘরে শীতজনিত নানা রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে। শীতে এ পর্যন্ত দুই শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। শীতের কবলে দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্বাসকষ্ট, সর্দি, কাশি, কোল্ড ডায়রিয়া, নিউমোনিয়াসহ শীতজনিত নানা রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। সরকারী হাসপাতালগুলোতে রোগীদের ভিড় বেড়েছে। প্রতিদিনই অসংখ্য রোগী ভর্তি হচ্ছে হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকা একটি রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন অতিবাহিত করলেও শীত ছিল তীব্র। সকাল থেকেই ঘন কুয়াশা ভেদ করে সূর্যকিরণ মাটি ছোঁয়ার কারণে ঢাকায় তুলনামূলক শীতের তীব্রতা কম অনুভূত হয়। সারাদিনই প্রকৃতিতে সূর্য হেসেছে। কেটে গেছে শৈত্যপ্রবাহ। এ কারণে এদিন নগরীতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিরাজ করে। তবে সন্ধ্যার পর থেকেই কুয়াশা ঝরতে শুরু করলে শীতের তীব্রতা কিছুটা বেড়ে যায়। আবহাওয়া অফিসের এক সিনিয়র আবহাওয়াবিদ বলেন, একদিকে শৈত্যপ্রবাহ অন্যদিকে কুয়াশার ঝড়-এই দুই মিলে গত কয়েকদিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সূত্রপাত ঘটে। এতে তীব্র শীত অনুভূত হয়। তিনি বলেন, গত কয়েকদিনে শৈত্যপ্রবাহের কারণে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যে পরিমাণ কমেছে তাতে এত বেশি শীত অনুভূত হওয়ার কথা নয়। শৈত্যপ্রবাহের সঙ্গে কুয়াশার দাপটের কারণেই এমনটি ঘটেছে। ঐ আবহাওয়াবিদ জানান, শৈত্যপ্রবাহটি দেশের ওপর একটানা চড়াও রয়েছে। তাই রবিবার থেকে দেশের ওপর দিয়ে আরেকটি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে বিহার থেকে আসছে আরও কুয়াশার ঝড়। এই শৈত্যপ্রবাহটি আরও চার-পাঁচদিন দাপটের সঙ্গে অবস্থান করতে পারে। তাই শীতের তীব্রতা আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে।